নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

মাওলানা হাজারী আহমদ আল-মুনিম
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

অর্থাৎ 'তুমি (লোকদেরকে) বলে দাও- যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস, তবে এস আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন'। *(সূরা আলে ইমরান:৩২)*

আল্লাহ্ তা'লার এই মহান বাণী অনুসারে মহান আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন এই যুগে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক ও দাস হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই 'উসওয়ায়ে হাসানাহ্'কে অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর (সা.) নির্দেশাবলীকে শিরোধার্য করেছেন। এই প্রবন্ধে এরূপ কয়েকটি ঘটনা তাঁর (আ.) জীবনী থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী সাহেব বর্ণনা করেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খুব যত্নের সাথে সুন্দর করে ওযু করতেন; ওযুর প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুতেন, মাথার সামনের অংশ মাসাহ্ করতেন, দাড়িতে খিলাল করতেন, কখনও মোজার উপর মাসাহ করতেন, কখনও মোজা খুলে পা ধুতেন আর ধোয়ার সময় পায়ের আঙুলের ফাঁকগুলোও হাত দিয়ে পরিষ্কার করতেন, দাঁত-মাড়ি আঙুল দিয়ে মাজতেন।" হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন, "হুযুর (আ.) সাধারণত সারাক্ষণই ওযুর অবস্থায় থাকতেন, অসুস্থতা বা অন্য কোন সমস্যা না থাকলে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে এসেই ওযু করে নিতেন। হুযুর (আ.) মেসওয়াকও খুব পছন্দ করতেন এবং দিনে কয়েকবার মেসওয়াক করতেন, নামায ও ওযুর সময় ছাড়াও বিভিন্ন সময় মেসওয়াক করতেন।" হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, মহানবী (সা.)-ও এমনটি করতেন, তাই আমাদেরও এদিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

হযরত মৌলভী মুহাম্মদ ইব্রাহীম বাকাপুরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) আসরের নামায পড়ানোর সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইমামের অনুকরণের এমন উন্নত আদর্শ প্রদর্শন করেন যা আমাদের প্রায় কেউই করতে পারে নি। হযরত খলীফা আওয়াল (রা.) নামায পড়াচ্ছিলেন, তার বার্ধক্যের কারণে দ্বিতীয় রাকাআতে উঠার সময় কিছুটা দেরি করছিলেন। আমরা সব মুক্তাদি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেভাবেই বসে থাকলেন, আর যেভাবে মৌলভী সাহেব ধীরে ধীরে দাঁড়ান, তিনিও সেভাবে ধীরে ধীরে দাঁড়ান।"

হযরত আব্দুস সাত্তার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর দাবীর পূর্বে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাযে ইমামতি করতেন। আমরা কেবল তিনজন তাঁর সাথে নামায পড়তাম। তিনি (আ.) অত্যন্ত বিনয়, বিগলন, ক্রন্দন ও কাকুতি-মিনতির সাথে নামায পড়তেন, যেমন কি-না কোন বাচ্চা তার বাবা-মার কাছে কেঁদে কেঁদে কোন জিনিস চায়। তাঁর এমন নামাযের ফলে আমাদের মনে গভীর প্রভাব পড়ত। মৌলভী মুহাম্মদ দীন সাহেব বলেন, হযরত আকদাস পাঁচবেলা বাজামাত এবং প্রথম সময়ে নামায আদায় করতেন। ফজরের নামায আলো ফোটার আগেই পড়তেন, আর ইশার নামায যথেষ্ট দেরি করে পড়তেন।" হযরত আম্মাজান (রা.) বর্ণনা করেন, "মসীহ্ মওউদ (আ.) ফরয নামাযের আগের সুন্নত ঘরেই পড়তেন, আর ফরযের পরের সুন্নতও অধিকাংশ সময় ঘরে পড়তেন, কখনও কখনও মসজিদেই পড়তেন। তিনি (আ.) পাঁচবেলার নামায ছাড়া সাধারণত দুই সময়ে নফল পড়তেন। এক তো হল ইশরাকের নামায যা তিনি দুই বা চার রাকআত পড়তেন এবং মাঝে-সাঝে পড়তেন, আরেকটি হল তাহাজ্জুদ নামায যা তিনি সর্বদা পড়তেন এবং আট রাকাআত পড়তেন। তবে চরম অসুস্থতার সময় তাহাজ্জুদ পড়তে পারতেন না, কিন্তু তবুও তাহাজ্জুদের সময় উঠে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দোয়া করতেন; শেষ বয়সে শারীরিক দুর্বলতার কারণে অধিকাংশ সময় বসে বসে তাহাজ্জুদ পড়তেন। তিনি এত দীর্ঘ তাহাজ্জুদ পড়তেন যে কেউ যদি

কখনও লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর সাথে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়েও যেতেন, তবে তাঁর দু'রাকাআতেই ক্লান্ত হয়ে যেতেন।"

পেশাওয়ারের হযরত কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বর্ণনা করেন, "১৯০৪ সনে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মামলার কারণে গুরুদাসপুরে ছিলেন, তখন একবার রাতের বেলায় খুব বৃষ্টি শুরু হয়। তিনি (আ.) তখন ছাদে ছিলেন, বৃষ্টি শুরু হলে তিনি তাড়াতাড়ি চিলেকোঠায় ঢুকতে যান। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে দেখেন মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেব ঠিক দরজা বরাবর দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়ছেন। এটি দেখে হুযুর (আ.) সেখানেই দরজার কাছে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেবের নামায শেষ হওয়ার পর তিনি (আ.) চিলেকোঠায় প্রবেশ করেন।"

লাঙ্গরওয়ালনিবাসী মির্যা দীন মুহাম্মদ সাহেব অনেক ছোট বয়স থেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে তাঁর দাবীরও পূর্বের যুগ থেকে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি বলেন, "আমি হুযুরের সাথে ঘুমালে তিনি কখনোই আমাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতেন না, কিন্তু ফজরের নামাযের জন্য অবশ্যই জাগাতেন। আর জাগানোর জন্য তিনি পানিতে নিজের আঙুল ডুবিয়ে হালকা পানির ছিটা দিতেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাকে জাগানোর জন্য ডাক না দিয়ে পানির ছিটা কেন দেন? জবাবে হুযুর (আ.) বলেন, কারণ মহানবী (সা.) এভাবেই ঘুম থেকে জাগাতেন।"

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটী সাহেব বর্ণনা করেন, "একদিন আসরের নামাযের সময় এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কিছুটা মৃদুস্বরে বলে, আমি কিছু সাহায্য চাই। সেদিন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন জরুরী কাজের তাড়া ছিল, আর অন্যদের কথাবার্তায় সেই ব্যক্তির কথা চাপা পড়ে যায়। নামাযের পর অন্যান্য দিনের মত সাহাবীদের সাথে সাধারণ কথাবার্তা শুরু হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তির দিকে তাঁর আর খেয়াল হয় নি। কিন্তু যখন ঘরে চলে যান তখন হঠাৎ তাঁর সেই ব্যক্তির কথা মনে পড়ে যায় এবং তিনি তাড়াতাড়ি ফেরত আসেন ও হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.)-কে সেই সাহায্যপ্রার্থীর খোঁজ করতে বলেন। সেই ব্যক্তি তো হুযুর (আ.) ঘরে যাবার পরই চলে গিয়েছিল, তাই মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) অনেক খুঁজেও তাকে পেলেন না। সন্ধ্যার সময় তিনি (আ.) নামাযের পর বসলে পরে সেই ব্যক্তি কাছে এসে হাজির হয় ও আবার সাহায্য চায়। তাকে দেখে হুযুর (আ.) ততক্ষণাৎ পকেট থেকে কিছু বের করে তার হাতে গুঁজে দিলেন, আর হুযুরকে দেখে মনে হল যেন অনেক বড় কোন বোঝা তাঁর উপর থেকে নেমে গিয়েছে। কয়েকদিন পর হুযুর (আ.) আলাপচারিতার মধ্যে বলেন, সেদিন যখন সেই সাহায্যপ্রার্থীকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন মনে হচ্ছিল আমার উপর যেন এক ভারী বোঝা চেপে বসেছে যা আমাকে খুবই বিচলিত করছিল। আমার এই ভয় হচ্ছিল যে আমার দ্বারা পাপ হয়ে গিয়েছে, আমি সাহায্যপ্রার্থীর কথা না শুনেই ঘরে চলে গিয়েছি। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে সেই লোক সন্ধ্যায় আবার এসেছে, নতুবা আল্লাহ্ জানে আমি এখনও কেমন উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতাম; আর আমি দোয়াও করছিলাম আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে ফেরত আনেন।"

হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন, "হুযুর (আ.) অনেক বেশি সদকা করতেন, আর এত গোপনে করতেন যে অধিকাংশ সময় আমিও জানতে পারতাম না। শেষদিকে যত টাকা আসত তার এক-দশমাংশ কেবল সদকার জন্য আলাদা করে রেখে দিতেন; এর মানে এই না যে, দশমাংশের চেয়ে বেশি সদকা দিতেন না, বরং এর চেয়েও বেশি দিতেন। আলাদা রাখার কারণ হল অনেক সময় অন্যান্য খরচ বেশি হলে মানুষের সদকার প্রতি মনোযোগ কমে যায়, কিন্তু আলাদা করে রেখে দিলে সেটা আর অন্য কাজে ব্যয় হয় না।"

একবার এক মৌলভী কাদিয়ানে এসে হুযুর (আ.)-এর সাথে বাহাস করে, হুযুর তার প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। যখন হুযুরের কথার কোন উত্তর আর দিতে পারল না তখন সে চুপ হয়ে গেল। হুযুর (আ.) তাকে প্রশ্ন করলেন, 'মৌলভী সাহেব, এখন তো আপনি বুঝতে পারলেন আর বিষয়টি আপনার কাছে স্পষ্ট হল'; মৌলভী জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি– আপনিই দাজ্জাল (নাউযুবিল্লাহ্)! কারণ দাজ্জালের একটি বৈশিষ্ট্য হল সে অন্যদেরকে তর্কে পরাস্ত করবে।' তার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে হুযুর (আ.) চুপ হয়ে গেলেন। মৌলভী চলে গেল। কিন্তু অমৃতসর গিয়ে সে একটি ইশতেহার ছাপাল এবং এতে সেই পুরো ঘটনা বর্ণনা করে যে আমি এই কথা বলেছি, অথচ এরপরও যখন তিনি ভেতরে চলে গেলেন তখন আমি তাকে একটি চিরকুট পাঠালাম যে আমি একজন অভাবী, আমাকে সাহায্য করুন। তিনি সাথে সাথে আমাকে ১৫ রূপি পাঠিয়ে দিলেন!' এটি আজ থেকে প্রায় সোয়াশ' বছর আগের কথা। মৌলভী সাহেব আরও লিখেন, মির্যা সাহেব অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি, আর তাকে যদি মুখের উপরও কটুকথা বলা হয় তবুও তিনি কিছু মনে করেন না।

হযরত মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব বর্ণনা করেন, "একবার হুযুর (আ.) বায়তুল ফিকরে শুয়ে ছিলেন এবং আমি তাঁর পা টিপছিলাম। হঠাৎ লালা শরমপৎ বা লালা মালাওয়ামাল কেউ একজন জানালায় টোকা দিল। আমি উঠে জানালা খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হুযুর (আ.) আমার চেয়েও দ্রুতবেগে উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিয়ে আবার নিজের স্থানে গিয়ে বসেন আর

বলেন, 'আপনি আমাদের মেহমান, আর মহানবী (সা.) বলেছেন যে, মেহমানকে সম্মান করা উচিত।"

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার হুযুর (আ.) কোন একটি প্রয়োজনে গুরুদাসপুরে যান। তখন তীব্র গরম চলছিল। রাতে হুযুরের (আ.) আরামের কথা খেয়াল রেখে বাড়ির খোলা ছাদে চারপায়া রেখে শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সে যুগে তীব্র গরমের সময় এমনটাই করা হতো। কিন্তু সেখানে কোন ছাউনি বা পর্দা ছিল না। যখন মসীহ্ মওউদ (আ.) শোবার জন্য সেখানে গেলেন তখন এই ব্যবস্থা দেখে অসন্তুষ্টির সাথে খাদেমদেরকে বললেন, 'তোমরা কি জান না? মহানবী (সা.) ছাউনিবিহীন ও রেলিংবিহীন ছাদে শুতে নিষেধ করেছেন।' যেহেতু সেই বাড়িতে আর কোন খোলা উঠান বা এরকম কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাই তিনি (আ.) নিচের বদ্ধ-গরম কক্ষেই ঘুমাতে যান; তবু নিজের আরামের জন্য মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করেন নি।"

পাঞ্জাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের দিনগুলোতে হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটী সাহেব একদিন মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিভৃতে দোয়া করতে দেখেন। হুযুরের (আ.) দোয়ার অবস্থা দেখে তিনি খুবই আশ্চর্য হন, মসীহ্ মওউদ (আ.) এত বেদনার সাথে কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলেন যে, শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল কোন মহিলা বুঝি প্রসববেদনায় গোঙাচ্ছে। মৌলভী সাহেব কান পাতলেন যে, হুযুর (আ.) কী কারণে এভাবে কাঁদছেন, তখন শুনলেন যে, হুযুর (আ.) মানুষের প্লেগের শাস্তি থেকে মুক্তিলাভের জন্য এভাবে দোয়া করছেন। অথচ এই প্লেগের শাস্তি আল্লাহ্ তা'লা তাঁরই সত্যতার নিদর্শন হিসেবে প্রদর্শন করছিলেন।

ঘরোয়া বিষয়াদিতেও হুযুর (আ.)-এর আদর্শ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গীন ছিল। যেই খাবারই দেয়া হতো তিনি (আ.) তা খেয়ে নিতেন, আর কখনই কোন খাবারের খুঁত ধরতেন না। ঘরোয়া কাজ-কর্মের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর ছিলেন। প্রয়োজন পড়লে অত্যন্ত তুচ্ছ কাজও নিজে করে নিতেন, এতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। ঘরের খাটপত্র বা অন্যান্য আসবাব সরানো, বিছানা তৈরি করা বা অতিথির জন্য খাবার ইত্যাদি প্রস্তুত করে ট্রেতে করে নিয়ে যাওয়া ও পরিবেশন করা ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক কাজ তিনি অকপটে করতেন। অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাবের সময় নিজে উঠানে দাঁড়িয়ে ড্রেন পরিষ্কারের কাজ তদারকি করতেন আর কখনো কখনো নিজ হাতে পানি-ফিনাইল ইত্যাদি ঢেলে দিতেন। যদি হযরত আম্মাজান কখনও অসুস্থ হতেন, তবে তিনি স্বয়ং তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন; চরম ব্যস্ততা সত্ত্বেও নিজে তার ঔষধপত্রের খোঁজ নিতেন, নিজে ওষুধ খাইয়ে দিতেন। হযরত আম্মাজান যখন বিয়ের পর নতুন নতুন কাদিয়ান এসেছেন, তখন তিনি তার পূর্বের অভ্যাসের কারণে রাতে ঘুমুতে যাবার সময় আলো জ্বালিয়ে ঘুমুতে যেতেন। এতে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘুম ভেঙে যেত আর তিনি আলো নিভিয়ে আবার ঘুমুতে যেতেন। এতে আবার আম্মাজানের ঘুম ভেঙে যেত, তিনি আবার আলো জ্বালিয়ে তারপর ঘুমুতে যেতেন। এভাবেই রাত কেটে যেত। এভাবে চলতে চলতে একসময় হুযুর (আ.)-এরও আলোতে ঘুমানোর অভ্যাস হয়ে যায়, আর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, পুরো বাড়িতে সব স্থানেই কোন না কোন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হতো। হযরত আম্মাজান হুযুর (আ.)-কে মাঝে মাঝে এটি স্মরণ করাতেন যে, আগে তো তিনি (আ.) আলো থাকলে ঘুমুতেই পারতেন না, আর এখন আলো না হলে তাঁর ঘুম আসে না। মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা শুনলেই হাসতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে গিয়ে লিখেন, "তাঁর (সা.) ছায়ায় দশদিন চললে সেই জ্যোতি লাভ করা যায়, যা এর পূর্বে সহস্র বছরেও লাভ করা যেতো না।" মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও মহানবী (সা.)-এর এই নিষ্ঠাবান দাস ও প্রেমিকের মত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আদর্শ ও নির্দেশ অনুসারে চলার তৌফিক দিন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐশী জ্যোতিতে আলোকিত হবার সৌভাগ্য দিন। আমীন।